দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 31 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

৭২ হাজার বেসরকারি শিক্ষক দ্বারে দ্বারে মাথা ঠুকছে'

উল্লিখিত শিরোনামে গত ২৮-১১-১৫ তারিখে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরটি পড়ে বিস্মিত হয়েছি; কষ্টও কম পাইনি। বলতে গেলে প্রায় ৯৫% মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাদানের দায়িত্ব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষকদের কাঁধে। তাঁদের বেতনস্কেলের প্রারম্ভিক বেসিকের অর্থ থেকে ৬% টাকা কল্যাণ ও অবসর সুবিধা খাতে কেটে রাখা হয়। ঐ প্রতিবেদন পড়ে জানা যায়, অবসর সুবিধা বোর্ডের সচিবের পদটি ৬ মাস ধরে খালি আছে, কিন্তু পূরণের কোনো লক্ষণ নেই। তাছাড়া কল্যাণ ফান্ডের সদস্য সচিবের পদটিও প্রায় ১ মাস ধরে খালি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের দুরবস্থার কথা ভাববেন না তা কোনোক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিক্ষকদের মাথা ঠোকার কারণটি নিশ্চয়ই ভেবে দেখা প্রয়োজন। সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা বয়সের ভারে ন্যুব্জ, ক্লান্ত, শ্রান্ত অসহায় এ শিক্ষকেরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের হাত ধরে ঢাকার পল্লাশীর ব্যানবেইস ভবনে ধরনা দেন সামান্য কয়টা টাকা পাবার জন্য। অবসর সুবিধা বোর্ডের সচিব ও সদস্য সচিবের পদ দুটি তদ্বিরের কারণে পূরণে নাকি বিলম্ব হচ্ছে। বাংলাদেশে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত আর জীবিত ব্যক্তিকে মৃত, তাঁথে না গিয়েও অবসর সুবিধা পাওয়া, পুত্রকে প্রতিবন্ধী বানিয়ে সার্টিফিকেট জোগাড় কোনো ব্যাপারই নয়। একটি চক্র আবেদনপত্রে সুপারিশ লেখানোর কাজে সক্রিয়। পরিশেষে, অসহায় শিক্ষকদের জন্য কিছু একটা করতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

মো. আবু হানিফ,
ইসলামবাগ, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা ১৩৬১